খণ্ড ১৪, সংখ্যা ১৬ ভাবনগর ডিসেম্বর ২০২১
Vol. 14, No. 16 BHĀBANAGARA December 2021

‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ উদ্যোগ প্রসঙ্গ : চীনে বাংলাভাষার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

লু মেংকি

孟加拉语教程
北京广播学院非通用语系列教材
上册
বাংলা
李缘山 / 刘爱好 编著
北京广播学院出版社

চীনের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের
পাঠ্যপুস্তকের প্রচ্ছদচিত্র

The ‘Belt and Road’ Initiative : Academic Education of Bangla language in China

Lu Mengqi

Abstract

The “Belt and Road” initiative has created new requirements for “non-common language” training in China’s education. This article provides and introductory account of Bengali language teaching in Chaina. It discusses the current situation of Bengali-speaking students in China, and gives suggestions about the strategic significance of training those students who learn Bengali in China. It explores the challenges Bangla language teaching and training in Chaina and the significance of learning Bangla language and culture in the current context of implementation of a lot of mega projects in Bangladesh, with huge engagement of chinese work force and their engineering technology. It highlights the necessity of widening the application of Bangla language in practical local and global development angles and communication diversity where chinese youth who learn Bangla can contribute effectively.

বাংলা অঞ্চল দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে অবস্থিত, এর রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস, প্রচুর পণ্য-সামগ্রী এবং বিশাল সম্পদ। এই অঞ্চলের স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশ। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এটি একটি ইন্দো-আর্য ভাষা, যা বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বাঙালি জাতির প্রধান কথ্য ও লেখ্য ভাষা। মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুসারে বাংলা বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা।

প্রাচীনকাল থেকেই চীন এবং বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলোর মধ্যে বিনিময় ছিল। নিউ তাং রাজবংশের খণ্ড দুই-এর পুস্তক ২২১ (পর্ব) প্রাচীন ভারতীয় মগধ রেকর্ড করেছে। মিং ইতিহাসের ৩২৬ খণ্ডেও “বাংলা”র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে চীন ও বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর উভয়পক্ষ রাজনীতি, অর্থনীতি, সামরিক ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর সহযোগিতা করেছে। দুই দেশের উচ্চ পদস্থ নেত্রীবৃন্দ সফর বিনিময় করেছেন, বিভিন্ন মতবিনিময় বাড়ছে এবং সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে।

১. ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ উদ্যোগ: চীনের বাংলাভাষী প্রতিভা প্রশিক্ষণের কৌশলগত তাৎপর্য

(১) নন-কমন ল্যাঙ্গুয়েজ নির্মাণের কৌশলগত তাৎপর্য

নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, “আপনি যদি কোনও লোকের সাথে এমন ভাষায় কথা বলেন যা তিনি বোঝেন, এটি তার মনে থাকবে। আপনি যদি তার নিজের ভাষায় তার সাথে কথা বলেন, তিনি স্মরণ করবেন।” আমেরিকান সাপির এবং তাঁর শিষ্য ওল্ফ ভাষা এবং চিন্তার সম্পর্ক নিয়ে অনুমানকে সামনে রেখেছিলেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, সমস্ত উচ্চ পর্যায়ের চিন্তাভাবনা ভাষার উপর নির্ভর করে। (সাপির, ১৯২১)

সাপির-ওল্ফের অনুমানটি স্পষ্ট করে যে, ভাষার কাঠামো একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্যদের আচরণ এবং চিন্তাভাবনা নির্ধারণ করে। সুতরাং, অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি এবং চিন্তাভাবনা বোঝার জন্য, আরও ভাল আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং মিডিয়া-বিষয়ক যোগাযোগ বৃদ্ধি করার জন্য নন-কমন ল্যাঙ্গুয়েজের নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ ।

বৈশ্বিক কৌশলগত বিন্যাস এবং সম্প্রসারণে, অনেক দেশ নন-কমন ল্যাঙ্গুয়েজ নির্মাণকে জাতীয় কৌশলের উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেছে। চীনের নন-কমন ল্যাঙ্গুয়েজ কৌশল নির্মাণ কাজ একবিংশ শতাব্দীতে একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। চীনের

শিক্ষা মন্ত্রণালয় “জাতীয় নন-কমন ল্যাঙ্গুয়েজ আন্ডারগ্রাজুয়েট ট্যালেন্ট ট্রেনিং বেস” এবং “স্পেশালিটি কনস্ট্রাকশন সাইটস” সহায়তা পরিকল্পনা তৈরি করেছে। চীন তার নিজ দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কযুক্ত দেশগুলোর সরকারি ভাষা (৮৮টি নন-কমন ল্যাঙ্গুয়েজ) নির্মাণে বিশ্ববিদ্যালয়কে সহায়তা দেবে।

‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ উদ্যোগ নির্মাণের মূল চাবিকাঠি হল আন্তঃসংযোগ। আর ভাষার আন্তঃযোগিতা হল আন্তঃসংযোগ অর্জনের ভিত্তি। আর ভাষার সংমিশ্রণ হল আন্তঃসংযোগ অর্জনের ভিত্তি। ভাষা সমর্থন এবং সাংস্কৃতিক পারস্পরিক বিশ্বাস হল ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ সংলগ্ন দেশগুলির সাথে সভ্যতার বিনিময়ের ভিত্তি। ভাষা প্রতিভার সংরক্ষণ ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ এর ভাষা পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ভাষা পরিকল্পনার কৌশলগুলো প্রচারের ফলে নন-কমন ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতিভা প্রশিক্ষণের পরিমাণ, গুণমান এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির উচ্চতর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

(২) চীনের বাংলাভাষী প্রতিভা প্রশিক্ষণের কৌশলগত তাৎপর্য

বাংলা ভাষা বাঙালি জাতির মাতৃভাষা, জাতিগত সংস্কৃতি, ধারণার বাহক এবং জাতীয় আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য “রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন” সংগঠিত হয়। এই আন্দোলনটি বাংলাদেশের জনগণের জাতিগত ভাবনা জাগিয়ে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশিদের কাছে বাংলা ভাষা হয়ে উঠেছে একটি সাংস্কৃতিক প্রতীক, জাতীয় গর্ব এবং জাতীয় পরিচয়ের প্রতীক। “বাংলাদেশি সংস্কৃতি একটি সম্মিলিত সংস্থান যা শ্রেণী, অঞ্চল এবং ধর্মীয় সীমানা জুড়ে বাংলাদেশিদের ঘনিষ্ঠ ইউনিটয় আলোকিত করতে পারে। (উইলিয়াম ভন শ্যান্ডেল, ২০১১)

‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ সংলগ্ন একটি দেশ হিসাবে, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং মূলত কয়েকটি বড় আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক ইস্যুতে চীনের সাথে একমত হয়। আন্তর্জাতিক বিষয়ে চীন ও বাংলাদেশের নেত্রীবৃন্দ নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা জোরদারভাবে হয়েছে এবং বিকাশ লাভ করেছে। চীন বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ চীনের দক্ষিণ এশিয়ায় তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার এবং তৃতীয় বৃহত্তম ইঞ্জিনিয়ারিং চুক্তি বাজার। বাংলাভাষী প্রতিভা প্রশিক্ষণ চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। এটি সু-প্রতিবেশী ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে এবং আন্তঃসংযোগ বাড়ানোর নিশ্চয়তা সরবরাহ করতে পারে।

২. ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ’ প্রসঙ্গে: চীনের বাংলাভাষী প্রতিভা প্রশিক্ষণের বর্তমান পরিস্থিতি

(১) পেশাদার প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তির পরিমাণ কম

চীনের মূল ভূখণ্ডে বর্তমানে শুধু পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা বিষয়ে চার বছর মেয়াদী স্নাতক পর্যায়ের কোর্স চালু রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো—চীন যোগাযোগ

বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনান ন্যাশনালিটিস বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্টাডিজ, বেইজিং ফরেন স্টাডিজ এবং ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও, পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইনর কোর্স হিসেবে বাংলা ভাষা চালু রয়েছে।

নিবন্ধনের বছর অনুযায়ী, চীন যোগাযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এখানে বাংলা বিভাগ ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ পর্যন্ত মাত্র সাতটি ব্যাচ এখান থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা মেজর ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের পরে নামভুক্ত হয়। ইউনান ন্যাশনালিটিস ইউনিভার্সিটি ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে, গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজ ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে, বেইজিং ফরেন স্টাডিজ ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে, এবং ইউনান বিশ্ববিদ্যালয় ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে।

তালিকাভুক্তির পরিমাণের ক্ষেত্রে, চীন যোগাযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ২০জন, গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্টাডিজে প্রায় ১২ জন, ইউনান ন্যাশনালিটিস ইউনিভার্সিটিতে প্রায় ১৫ জন, বেইজিং ফরেন স্টাডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১০ জন এবং ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০জন শিক্ষার্থী রয়েছে। সামগ্রিক তালিকাভুক্তির সংখ্যা খুবই সীমিত, এবং প্রতিবছর তালিকাভুক্তির পরিকল্পনাও নেই, ২-৪ বছরের মধ্যে শুধু একবার শিক্ষার্থী তালিকাভুক্ত করে।

বর্তমানে গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজ প্রতি বছর শিক্ষার্থী তালিকাভুক্ত করে। চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রতিবছর তালিকাভুক্ত করার মতো প্রতিষ্ঠান আর হৈন, এটিই একমাত্র। এখন গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজের প্রথম ব্যাচের বাংলা ভাষা স্নাতক এবং আরও দুটি ক্লাস রয়েছে। ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে থেকে প্রতি বছর এর চারটি ক্লাস পরিচালনা করবে, চারটি বিভিন্ন গ্রেড অন্তর্ভুক্ত করে।

BANGLADESH AMBASSADOR'S DINNER,
IN HONOUR OF
HER EXCELLENCY SHEIKH HASINA,
HON'BLE PRIME MINISTER OF BANGLADESH,
& THE ACCOMPANYING DELEGATION

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে চীনের বাংলাভাষার শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ

YUNNAN UNIVERSITY
The Third Confucius Institute Seminar in Bangladesh
第三届孟加拉孔子学院论坛
MID. E TRES
YELL ME YOU LOVE A
Wang Weidong

বাংলাদেশে কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের তৃতীয় সেমিনারে অংশগ্রহণকারী চীনের গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীগণ

দেখা যায় যে, চীনের মূল ভূখণ্ডে বাংলা ভাষার পেশা দীর্ঘকাল ধরে স্থবির অবস্থায় রয়েছে, প্রকৃত বিকাশের সময় খুব কম এবং উন্নয়ন অত্যন্ত অপ্রতুল।

(২) শিক্ষকদের নির্মাণ অপর্যাপ্ত

শিক্ষকদের দৃষ্টিকোণ থেকে, চীনের বাংলা ভাষা বিষয়ে চীনা শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্বল্প, পেশাগত উপাধি কম এবং শিখন অভিজ্ঞতাও অপর্যাপ্ত। যে কয়েকজন অভিজ্ঞ প্রবীণ শিক্ষক ছিলেন তারা অবসর নিয়েছেন, কেবলমাত্র একজন শিক্ষক আছেন যিনি ১০ বছরের অধিক সময় ধরে বাংলা ভাষা পড়াচ্ছেন। এছাড়া বর্তমানে যে সব শিক্ষক আছেন তাদের বেশিরভাগই সবেমাত্র স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

চীন যোগাযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে দুজন চীনা শিক্ষক আছে, তাদের মাস্টার্স ডিগ্রি আছে। ইউনান ন্যাশনালিটিস ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগে তিনজন চীনা শিক্ষক আছে, তারা সবেমাত্র স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়েছে। বেইজিং ফরেন স্টাডিজের বাংলা বিভাগে শুধু একজন চীনা শিক্ষক আছে, এবং ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে তিনজন চীনা শিক্ষক আছে, তাদের মাস্টার্স ডিগ্রি নেই।

গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজের বাংলা ভাষা বিভাগ ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি দক্ষিণ চীনের একমাত্র বাংলা শিক্ষণ সাইট। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা বিভাগে মোট ৬জন শিক্ষক রয়েছেন, তাদের মধ্যে ৪ জন চীনা শিক্ষক এবং ২ জন বাংলাদেশি শিক্ষক, এদের মধ্যে কেবল ৩ জনের মাস্টার্স ডিগ্রি আছে। মোট শিক্ষকের সংখ্যায় এটা চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বাংলা ভাষা বিষয়ে সর্বাধিক। তবে শিক্ষকদের একাডেমিক স্তর এবং পাঠদানের অভিজ্ঞতাও উন্নত করা দরকার।

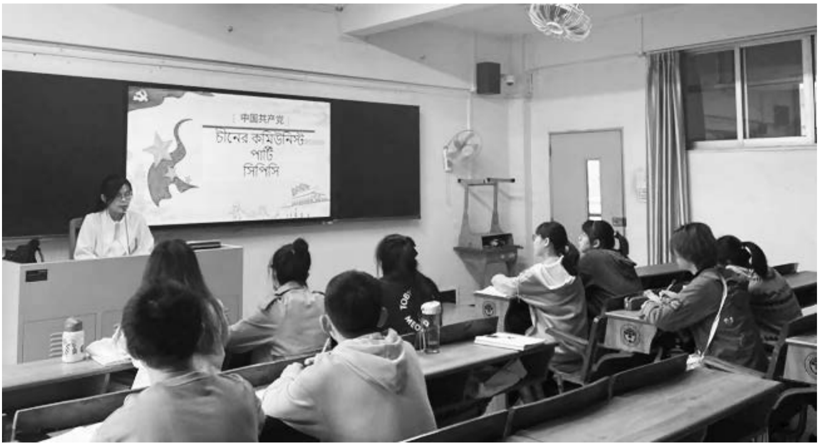

চীনের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে পাঠদানের দৃশ্য

(৩) উচ্চ পর্যায়ের বাংলাভাষী প্রতিভার ঘাটতি

চীনে বাংলাভাষী প্রতিভার কাঠামোগত ঘাটতি রয়েছে।প্রশিক্ষণ এখনও স্নাতক ডিগ্রি পর্যায়ে রয়েছে। চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা ভাষা বিষয়ে এখনও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কোনও কোর্স চালু হয় নি। অনেক শিক্ষার্থী অন্যান্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়ে বা সরাসরি চাকরি করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের চাকরির সঙ্গে বাংলা ভাষার কোনও সম্পর্ক নেই।

গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজের বাংলা ভাষা বিভাগের মোট ১২ জন স্নাতক, ২ জন পুরুষ শিক্ষার্থী এবং ১০ জন মহিলা শিক্ষার্থী। তাদের কর্মসংস্থান পরিস্থিতি ভাল, তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থী মাস্টার্সের জন্য পড়াশোনা করতে যাচ্ছেন, এবং একজন শিক্ষার্থী চীন প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ভর্তি হয়। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ইন্টারনেট সংস্থাগুলিতে গিয়েছে। তাদের চাকরির সঙ্গে বাংলা ভাষার কোনও সম্পর্ক নেই।

‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ উদ্যোগের প্রেক্ষাপটে, বাজারে এমন উচ্চ-পেশাদার প্রতিভার প্রয়োজন আছে যারা অভীষ্ট দেশের ভাষা, সংস্কৃতি এবং জাতীয় পরিস্থিতি জানে এবং অর্থায়নে পেশাদার জ্ঞান অর্জন করে, যেমন—আইন, অর্থনীতি, বাণিজ্য ইত্যাদি। বিনিয়োগ দেশের জাতীয় পরিস্থিতি এবং সংস্কৃতি না বোঝার কারণে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পের ব্যর্থতা এবং বিনিয়োগের ক্ষতির অনেক ঘটনা ঘটেছে।

৩. ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ উদ্যোগ প্রসঙ্গে বাংলাভাষী প্রতিভা প্রশিক্ষণের কৌশল

(১) “মাল্টিলিঙ্গুয়াল” এবং “কম্পাউন্ড” বাংলাভাষী প্রতিভা প্রশিক্ষণ দেওয়া

“মাল্টিলিঙ্গুয়াল ট্যালেন্টস” মানে বাংলা ভাষা ছাড়াও ইংরেজির পাশাপাশি বহুভাষা শিখতে হবে। “কম্পাউন্ড ট্যালেন্টস” মানে অন্যান্য অনেক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। নতুন যুগের প্রেক্ষাপটে নন-কমন ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতিভা প্রশিক্ষণের মডেলের নতুন প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে। “মাল্টিলিঙ্গুয়াল” এবং “কম্পাউন্ড” প্রতিভার চাহিদা

বাড়ছে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নতুন প্রতিভা প্রশিক্ষণের মডেল খুঁজতে হবে। বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা হিসাবে ইংরেজি জানা আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় দক্ষতা হয়ে উঠেছে। অর্থনীতি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চীন এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে ক্রমাগত সহযোগিতা আরও গভীর হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে পেশাদার এবং দক্ষতার চাহিদা বাড়ছে। আমি মনে করি ভাষা হল "পদক্ষেপ", এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের দক্ষতা হলো "চাবি"।

উদাহরণস্বরূপ, গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজের বাংলা বিভাগে শিক্ষার্থীদের প্রধান বিষয় ছাড়াও ইংরেজি শিখতে হয়। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার ইংরেজি কোর্স এবং বাংলা ভাষার বাধ্যতামূলক কোর্সগুলো মোট ক্রেডিটের যথাক্রমে ২৩% এবং ৪৩%। ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে, অ্যাকাউন্টিং, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আইন, চীনা ভাষা, এবং অর্থনীতি ও বাণিজ্য সহ নতুন মাইক্রো-প্রফেশনাল মডিউল প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় যুক্ত করা হবে।

প্রতিটি দিকের পাঁচটি মূল কোর্স নিয়ে একটি মডিউল গঠন হয়। শিক্ষার্থীরা একটি মডিউল বেছে নেয় বাধ্যতামূলক হিসাবে। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাংলা এবং ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করে, বাংলাদেশের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে জানে এবং পেশাদার জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে। এভাবে তারা "সমন্বিত" প্রতিভা হয়ে উঠে।

"মাল্টিলিঙ্গুয়াল" এবং "কম্পাউন্ড" প্রতিভা প্রশিক্ষণের জন্য কলেজ এবং বিভাগ এমনকি স্কুলগুলোকে বাধা হ্রাস করতে হবে এবং আন্তঃশৃঙ্খলাবদ্ধ, আন্তঃ-একাডেমিক এমনকি আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় যৌথ প্রশিক্ষণ উপলব্ধি করতে হবে। বর্তমানে, অনেকগুলো কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাসঙ্গিক সহযোগিতা শুরু করেছে, তবে পেশাদার দিকনির্দেশনা এবং অধ্যয়নের পদ্ধতিগুলো এখনও আলোচনা করা দরকার এবং "কম্পাউন্ড" প্রতিভা প্রশিক্ষণের মডেলটি ধারাবাহিকভাবে কার্যকর করা দরকার।

(২) শিক্ষিত জ্ঞানী কর্মী ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত থিঙ্ক ট্যাঙ্ক নির্মাণের গতি বৃদ্ধি

"মাল্টিলিঙ্গুয়াল" এবং "কম্পাউন্ড" বাংলাভাষী প্রতিভা প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষকদের ভাষা এবং বহুসংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। তা ছাড়া, অভীষ্ট দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি এবং অর্থনীতি গবেষণা করতে হবে। চীনের গার্হস্থ্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা ভাষার চীনা শিক্ষকদের একাডেমিক যোগ্যতা এবং উপাধি সাধারণত মধ্য ও নিম্ন স্তরের। তাদের সক্রিয়ভাবে একাডেমিক যোগ্যতা উন্নত করা, প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া এবং ধারাবাহিকভাবে তাদের নিজস্ব পেশাগত স্তর উন্নত করা দরকার। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আন্তঃস্কুলের সহযোগিতা এবং আদান-প্রদানের জন্য সক্রিয়ভাবে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা উচিত, একটি ভাল শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের পরিবেশ তৈরি করা উচিত। শিক্ষকদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উচ্চ-স্তরের এবং উচ্চ-শিক্ষার বিষয়ে একাডেমিক প্রধান ভরসাস্থল হয়ে উঠতে উত্সাহিত এবং সমর্থন করা উচিত।

দীর্ঘদিন ধরে, চীনদেশের বিদেশি ভাষা কলেজের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক অস্পষ্টভাবে অবস্থান করছে এবং এর অপর্যাপ্ত প্রভাব রয়েছে। ২০১৯ সালে, চাইনিজ একাডেমি অফ সোস্যাল সায়েন্সেসের মূল্যায়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট "গ্লোবাল থিঙ্ক ট্যাঙ্ক মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিবেদন" প্রকাশ করেছে, যার মধ্যে অনেকগুলো 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' গবেষণা বৈশিষ্ট্যযুক্ত থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং বিদেশি ভাষার কলেজের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাংলাভাষাভাষী নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক শাড়ি পরার আনন্দে প্রবন্ধকার লু মেংকি (শান্তি); তিনি চীনের গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজের বাংলা বিভাগের পরিচালক

গার্হস্থ্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সক্রিয়ভাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং সম্পর্কিত গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা উচিত, বাংলা ভাষার গবেষণা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা উচিত, সম্পর্কিত গবেষণা সংস্থান ও সরবরাহ করা উচিত এবং গবেষণার ফলাফল সংগ্রহ করা উচিত। এর ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিক্ষাদান গবেষণা দুটোই উন্নত হয়ে উঠবে।

(৩) বিদেশি বিনিময় বৃদ্ধি করা এবং অর্পিত প্রশিক্ষণ মডেল অন্বেষণ করা

কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আন্তর্জাতিক বিনিময় বৃদ্ধি করা উচিত, দুর্দান্ত বিদেশি শিক্ষামূলক সংস্থান নিয়ে আসা, স্থানীয় প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থীদের বাইরে পাঠানো এবং চীন ও বিদেশের মধ্যে বিনিময় প্রচার করা উচিত। অনুমতি পেলে দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থিতিশীল যৌথ প্রশিক্ষণ মডেল বা বিদেশি ইন্টার্নশিপ ক্ষেত্র স্থাপন করা উচিত।

গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজকে উদাহরণ হিসাবে, "৩.৫ +০.৫" যৌথ প্রশিক্ষণের মডেল বাস্তবায়ন করা হয়। তৃতীয় বছরে, শিক্ষার্থীরা তাদের ভাষার দক্ষতা প্রয়োগের জন্য (বিদেশে অধ্যয়ন) ৪ মাসের জন্য বাংলাদেশের সুপরিচিত বিশ্ববিদ্যালয় তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের মূল্যবান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদের "শোনা" এবং "বলা"-র দক্ষতা উন্নত হয় এবং তারা বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও রীতিনীতি সম্পর্কেও জানতে পারে।

বর্তমানে চীনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অনেক বড় বড় কোম্পানি বাংলাদেশে নির্মাণ ও বিনিয়োগ কাজের সাথে জড়িত। দেশটিতে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারা চীনা কর্মীদের অনেক প্রয়োজন রয়েছে। এই সব আন্তর্জাতিক প্রতিভার প্রয়োজন অর্থনীতির পেশাগত পটভূমিসহ বাংলাদেশ সম্পর্কে গভীর গবেষণা করা। এভাবে এইসব প্রতিভা

বাণিজ্য, আইন, যোগাযোগ, এবং নির্দিষ্ট পেশার ক্ষেত্রে গবেষণা, পরিচালনা এবং এমনকি সিদ্ধান্ত গ্রহণে জড়িত হতে সক্ষম।

তাই দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা-ব্যবস্থা গঠনের জন্য উদ্যোগগুলোর সাথে সহযোগিতা অন্বেষণ করা উচিত, যাতে শিক্ষার্থীরা শিল্পরতিষ্ঠানে অনুশীলন করতে পারে এবং উদ্যোগগুলো 'নন-কমন ল্যাঙ্গুয়েজ'-র প্রতিভাগুলোর চাহিদাও সমাধান করতে পারে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. ওইয়াং শিউ, এবং সং কি, (১৯৭৫), নতুন তাং বুক ১৮, চীনের সাংহাই, ঝংগুয়া বুক সংস্থা [欧阳修, & 宋祁. (1975). 新唐书 18. 上海.中华书局.P.234 (Chinese book)]

২. ঝংগুয়া বইয়ের অংশ, (২০০০), *মিং রাজবংশের ইতিহাস*, ৬, খণ্ড ৩২৬, চীনের সাংহাই, ঝংগুয়া বুক সংস্থা [中华丛书. (2000). 明史 (三二六卷). 上海.中华书局. P.178]

৩. সাপির, ই., (১৯২১) *ভাষা: স্টাডি অফ স্পিচ*-এর একটি ভূমিকা [Sapir, Edward, Language: An Introduction to the Study of Speech, Harcourt, Brace, 1921, P13-15 (Sapir–Whorf hypothesis)]

৪. শেনডেল, (২০১১), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চীনের সাংহাই, প্রাচ্য প্রকাশনা কেন্দ্র, পৃ. ১৫৪ - ১৬০ [威廉·冯·申德尔.孟加拉国史 [M].上海：东方出版中心，2011.P154-160 (Book published in China)]

৫. ওয়েন কিউফ্যাং, (২০১৬), "ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড": ভাষার প্রতিভা প্রশিক্ষণ বিদেশী চীনা শিক্ষার প্রবণতা, ১ (০০২), পৃ. ২০-২৫ [文秋芳."一带一路"语言人才的培养 [J]. 语言战略研究， 2016(2).P20-25（Chinese Journal]

৬. চেন ইউয়ানমেং, অন-প্রচলিত ভাষা শিক্ষার সংস্কারের চেষ্টা এবং অনুসন্ধান, আধুনিক যোগাযোগ (৬), পৃ. ১৬-১৮ [陈元猛 . 非通用语教学改革的尝试与探索 [J]. 现代传播，2002(6). P15-18（Chinese Journal ）]

৭. সু ইয়িংইং, (২০১৬), ছোট ভাষা, দুর্দান্ত অর্জন: উদাহরণস্বরূপ বেইজিং ফরেন স্টাডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অ-সর্বজনীন ভাষা প্রতিভা প্রশিক্ষণের বিবর্তন এবং বিকাশ গ্রহণ করা, বেইজিং শিক্ষা (উচ্চশিক্ষা), নং ৭৪৩ (০৪) , পৃ. ৬২-৬৪ [苏莹莹 . 小语种 大作为—以北京外国语大学非通用语 种人才培养沿革与发展为例 [J]. 北京教育(高教), 2016(4). P62-64（Chinese Journal]

বি. দ্র.: এই গবেষণাটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকল্প "মহামারী পরবর্তী যুগে বাংলাদেশের মূলধারার মিডিয়াতে চীনের ভাবমূর্তি নির্মাণ" (21QN25) দ্বারা সমর্থিত, যা চীনের গুয়াংডং ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজ ইউনিভার্সিটি দ্বারা উপস্থাপিত।

if you need English version : This research is supported by the scientific research project "China's image construction in mainstream media in Bangladesh in the post-epidemic era" (21QN25) which set up by Guangdong University of Foreign Studies University in China.